Aslaf Academy

লেকচার ২৯ : নবী জীবনে জিহাদের আইন।

কোর্সঃ সিরাহ

www.aslafacademy.com

প্রশিক্ষক: আহমাদুল্লাহ আল - জামি

লেকচার ২৯ : নবী জীবনে জিহাদের আইন।

জিহাদ কাকে বলে?

'জিহাদ' অর্থ সর্বাত্মক প্রচেষ্টা। শারঈ পরিভাষায় 'জিহাদ' হলো সমাজে ইসলামী বিধান প্রতিষ্ঠার জন্য আল্লাহর রাস্তায় সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো। কুফরী শক্তির বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধ করা যার চূড়ান্ত রূপ। জিহাদের উদ্দেশ্য হলো, মানুষকে মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্ত করে আল্লাহর দাসত্বে ফিরিয়ে আনা এবং মানুষে মানুষে সাম্য ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করা।

মক্কায় দীর্ঘ ২৩ বছরের নবুয়তী জীবনের প্রথম ১৩ বছর নবিজি (সঃ) মক্কায় অবস্থান করেন। এই সময় তাঁকে সশস্ত্র জিহাদের নির্দেশ দেওয়া হয়নি। বরং তাঁকে প্রতিকূল পরিবেশে প্রজ্ঞা ও সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে মানুষকে আল্লাহর দ্বীনের পথে আহবানের নির্দেশ দেওয়া হয়।

এই সময় নবিজিকে (সঃ) বলা হয়,

ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

'তুমি আহবান করো মানুষকে তোমার প্রভুর পথে প্রজ্ঞার সাথে ও সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে এবং তাদের সাথে বিতর্ক কর সর্বাধিক সুন্দর পন্থায়'। [1]

অন্যত্র বলা হয়েছে—

ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ

[1] সুরা নাহল, আয়াত: ১২৫

‘তুমি মন্দকে ভালো দ্বারা প্রতিরোধ কর। তারা যা বলে আমরা সে বিষয়ে ভালোভাবে অবগত’। [2]

বলা হলো,

فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ

‘তাহলে তোমার শত্রুর অবস্থা এমন দাঁড়াবে, যেন সে তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধু’ [3]

মাক্কী জীবনে মন্দকে মন্দ দ্বারা বা অস্ত্রকে অস্ত্র দ্বারা মুকাবিলা করার নির্দেশ আল্লাহপাক স্বীয় রাসূলকে (সঃ) দেননি। এই সময় তাঁকে কুরআন- সুন্নাহ দ্বারা ও প্রজ্ঞাপূর্ণ উপদেশ দ্বারা বাতিলপন্থী মন্দশক্তিকে মুকাবিলা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। এমনকি রাসূল (সঃ) ও তাঁর অনুসারীদেরকে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে কাফেররা মানসিক পীড়ন করতে থাকলেও আল্লাহ বলেছেন,

واذا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ

‘যখন তুমি তাদেরকে আমাদের আয়াত সমূহে ত্রুটি সন্ধানে লিপ্ত দেখবে, তখন তুমি তাদের থেকে সরে যাবে। যে পর্যন্ত না তারা অন্য কথায় লিপ্ত হয়’ [4]

---

[2] সুরা মুমিনূন, আয়াত: ৯৬
[3] হা-মীম সাজদাহ, আয়াত: ৩৪

[4] সুরা আনআম, আয়াত: ৬৮

আরো বলা হয়,

فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ

'তুমি যে বিষয়ে আদিষ্ট হয়েছো, তা প্রকাশ্যে প্রচার করো এবং মুশরিকদের উপেক্ষা করো। বিদ্রুপকারীদের বিরুদ্ধে তোমার জন্য আমিই যথেষ্ট' [5]

তো এই ছিল মক্কি জীবনে রাসুল (সঃ) প্রতি আল্লাহর আদেশ। সীমাহীন নির্যাতন সহ্য করলেও নবিজিকে (সঃ) জিহাদের অনুমতি দেয়া হয়নি কোনভাবেই।

কখন দেয়া হলো অনুমতি?

মদিনায় আসার পরও জিহাদের অনুমতি আসেনি। বরং কাফেররা যখন এখানে এসেও মদিনাবাসীদেরকে মুসলিমদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিতে চাইছিলো, তখন অনুমতি দেয়া হলো তাদের ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে। নিজ দেশ থেকে বিতাড়িত হওয়ার মতো চূড়ান্ত যুলুমের পরও সশস্ত্র জিহাদের অনুমতি দেওয়া হয় দ্বীন ও জীবন রক্ষার্থে। বলা হয়,

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَٰتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا۟ ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ

'জিহাদের অনুমতি দেওয়া হলো তাদেরকে, যারা আক্রান্ত হয়েছে। কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে। আর আল্লাহ নিশ্চয়ই তাদেরকে সাহায্য করতে সক্ষম'।[6]

---

[5] সুরা হিজর, আয়াত ৯৪-৯৫

[6] সুরা হজ, আয়াত ৩৯

জিহাদের অনুমতির পরও কঠোরতা ছিল?

কেবল যুদ্ধকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়। তাও নানা শর্তের ভিত্তিতে। বলা হয়,

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِين

'আর তোমরা লড়াই করো আল্লাহর পথে তাদের বিরুদ্ধে, যারা লড়াই করে তোমাদের বিরুদ্ধে এবং এতে বাড়াবাড়ি করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালংঘনকারীদের ভালবাসেন না'। [7]

অর্থাৎ, শুধুমাত্র পরকালীন স্বার্থেই জিহাদ হবে, দুনিয়াবী কোন স্বার্থে নয় এবং যারা যুদ্ধ করে কেবল তাদের বিরুদ্ধেই জিহাদ করবে।

* জিহাদকালীন নির্দেশ দেওয়া হয়,

اغْزُوا بِاسْمِ اللهِ فِى سَبِيلِ اللهِ قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللهِ اِغْزُوا وَلاَ تَغُلُّوا وَلاَ تَغْدِرُوا وَلاَ تُمَثِّلُوا وَلاَ تَقْتُلُوا الْوِلْدَانَ وَلاَ أَصْحَابَ الصَّوَامِعِ

[7] সুরা বাকারাহ, আয়াত ১৯০

‘তোমরা আল্লাহর নামে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করো তাদের বিরুদ্ধে, যারা আল্লাহর সাথে কুফরী করে। যুদ্ধ করো, কিন্তু গনিমতের মালে খেয়ানত করো না। চুক্তি ভঙ্গ করো না। শত্রুর অঙ্গহানি করো না। শিশুদের ও উপাসনাকারীদের হত্যা করো না’। [8]

* এসব শর্তারোপের পর কুফরী শক্তির সর্বব্যাপী হামলা থেকে দ্বীন ও জীবন রক্ষার্থে মৌলিক নির্দেশনা জারী করা হয়,

وَقَٰتِلُوهُمۡ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتۡنَةٞ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ لِلَّهِۖ فَإِنِ ٱنتَهَوۡاْ فَلَا عُدۡوَٰنَ إِلَّا عَلَى ٱلظَّٰلِمِينَ

‘আর তোমরা তাদের সাথে লড়াই করো যে পর্যন্ত না ফেতনার (কুফরীর) অবসান হয় এবং আনুগত্য কেবল আল্লাহর জন্য হয়। অতঃপর যদি তারা নিবৃত্ত হয়, তবে যালেমদের ব্যতীত অন্যদের প্রতি কোন প্রতিশোধ নেই’। [9]

মুসলিমদের পরস্পর বিরোধী লড়াই কি জিহাদ?

মুসলমানদের পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা নিষিদ্ধ। কোন কারণে যুদ্ধ লাগলে অন্যদের দায়িত্ব হবে উভয় পক্ষকে থামানো এবং তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেওয়া’। [10]

এ বিষয়ে আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন,

[8] সহিহ মুসলিম, হা. ১৭৭১, মুসনাদে আহমাদ

[9] বাকারাহ আয়াত ১৯৩; আনফাল আয়াত ৩৯

[10] সুরা হুজুরাত আয়াত: ০৯

يَمْنَعُنِي أَنَّ اللهَ حَرَّمَ دَمَ أَخِي

‘আমাকে যুদ্ধ থেকে বিরত রেখেছে এ বিষয়টি যে, আল্লাহ আমার উপর আমার ভাইয়ের রক্ত হারাম করেছেন’। লোকেরা বলল, আল্লাহ কি বলেননি,

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ

‘তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো, যতক্ষণ না ফিতনা অবশিষ্ট থাকে এবং দ্বীন সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য হয়ে যায়’। [11]

জবাবে তিনি বলেন,

قَاتَلْنَا حَتَّى لَمْ تَكُنْ فِتْنَةٌ، وَكَانَ الدِّينُ لِلَّهِ، وَأَنْتُمْ تُرِيدُونَ أَنْ تُقَاتِلُوا حَتَّى تَكُونَ فِتْنَةٌ، وَيَكُونَ الدِّينُ لِغَيْرِ اللهِ

‘আমরা যুদ্ধ করেছি যাতে ফিতনা (শিরক ও কুফর) না থাকে এবং দ্বীন সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য হয়ে যায়। আর তোমরা যুদ্ধ করছো যাতে ফিতনা (বিপর্যয়) সৃষ্টি হয় এবং দ্বীন আল্লাহ ব্যতীত অন্যের (শত্রুর) জন্য হয়ে যায়’। [12]

তবে হ্যাঁ, মুসলিমদের মধ্যে যদি কেউ মুনাফিক হয়ে যায়। কাফেরদের সাথে মিলে মুসলিম নিধন বা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়, তাহলে তার বিরুদ্ধে জিহাদ করতে হবে। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

[11] সুরা বাকারাহ আয়াত: ১৯৩

[12] সহিহ বুখারী হা/৪৫১৩

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ

'হে নবী! তুমি জিহাদ করো কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে এবং তাদের উপরে কঠোর হও। তাদের ঠিকানা হলো জাহান্নাম। আর কতই- না মন্দ ঠিকানা সেটি'। [13]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদ হবে অস্ত্রের দ্বারা এবং মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ হবে যবান দ্বারা এবং অন্যান্য পন্থায় কঠোরতা অবলম্বনের দ্বারা। বলা হয়, এজন্যই মুনাফিক সর্দার আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইকে সকল নষ্টের মূল জেনেও নবিজি (সঃ) তাকে হত্যার নির্দেশ দেননি তার বাহ্যিক ইসলামের কারণে।

বর্তমানে কোথাও মুসলিম সরকার বা মুসলিম নেতার বিরুদ্ধে যে আন্দোলন করা হয়, তা আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহুর এই বক্তব্যের প্রতিরূপ ভাবতে পারি আমরা।

সারকথা -

ইসলামে জিহাদ কেবল রাষ্ট্র দখল, ক্ষমতা লাভ কিংবা জোরপূর্বক ধর্মান্তর করানোর জন্য এসেছে বলে যারা আপত্তি করে, জিহাদের আইন আসার ইতিহাস, শর্ত ও কার্যপদ্ধতি সংক্রান্ত অসংখ্য বর্ণনা তাদের জন্য একেকটা চপেটাঘাত। এবং যে সকল মুসলিমরা তাদের কথায় বিভ্রান্ত হয়, তাদের জন্য আলোকবর্তিকা। তাই বলবো, সবার উচিত সিরাতের কাছে আসা। প্রকৃত সত্য জেনে নিজ ঈমানকে শক্তিশালী করা। ইসলামে সবক'টি জিহাদের বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। আমাদের সকলের উচিত খুঁটে খুঁটে সেসব পড়ে নেয়া। আল্লাহ আমাদের সবাইকে বোঝার তাওফিক দান করুন আমিন ইয়া রব।

[13] সুরা তওবা আয়াত: ৭৩; সুরা তাহরীম আয়াত: ০৯।